

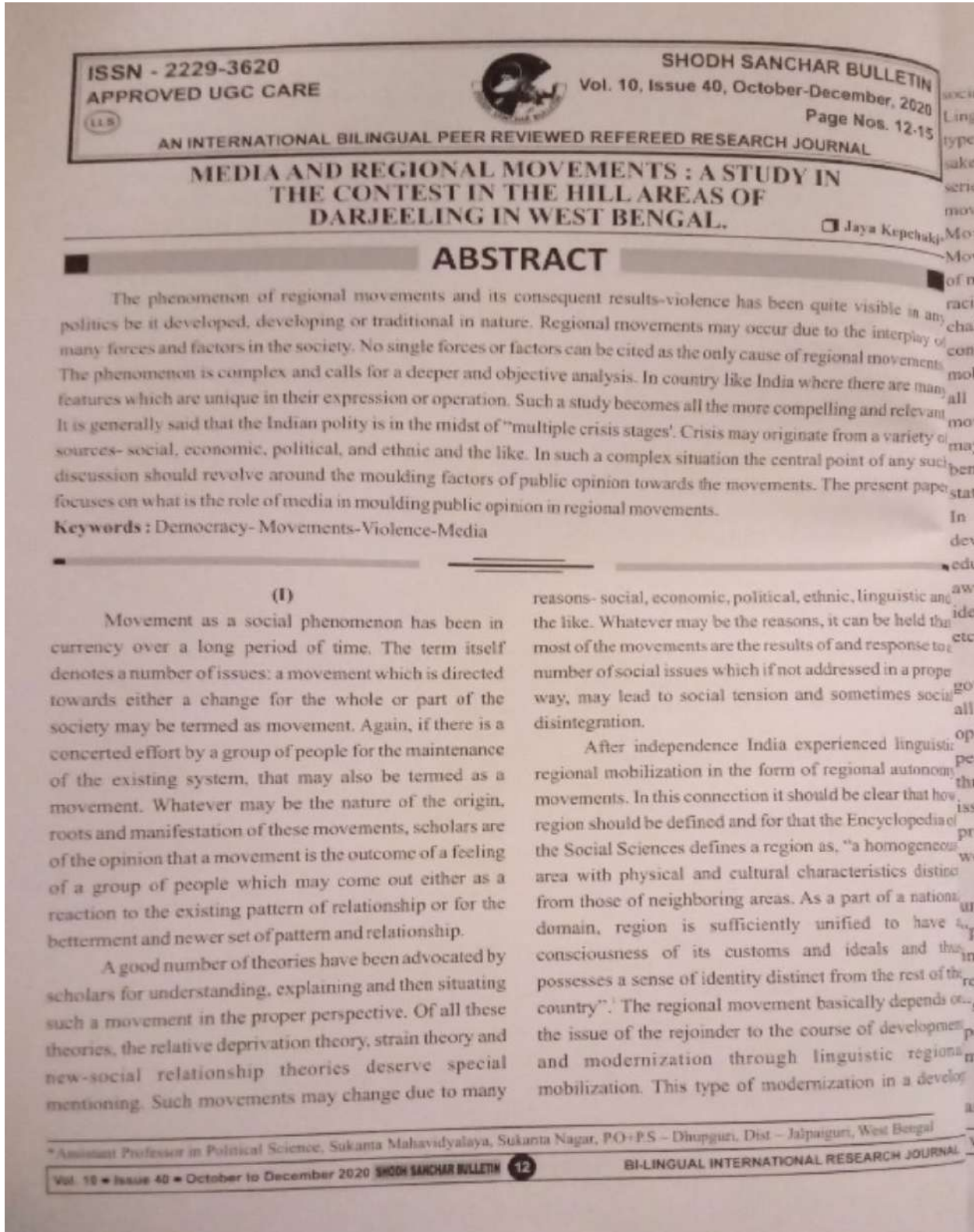


From The Principal :

Re. :

dt. :

JK1



@m

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

JK2

ISSN - 2348-2397

UGC CARE LISTED JOURNAL



**Shodh Sarita**

January-March, 2021

Vol. 8, Issue 29

Page Nos. 112-115

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

## ROLE AND IMPACT OF THE THREE TIER OF GRAM PANCHAYAT : A GENERAL CASE STUDY OF CHAMPAGURI GP OF NAGRAKATA BLOCK

□ Jaya Kepchaki\*

### ABSTRACT

In the democratic country like India the concept of power decentralization has taken because it is believed that through this process of power decentralization the participation of people in government policies in urban as well as in rural development will actively increased. The Dooars region of West Bengal is the main concern of my paper to understand the relationship between panchayat and the democratic concept. In this paper my main topic is only concentrate upon rural development through Panchayat. To develop the grass root level people it is very important to participate all the people in actively through the three tiers of Panchayat systems like Gram Sabha, Gram Sansad and Gram Unnayan Samityt. Panchayat as a participatory institution at the grass root level has been institutionalized through a series of legal, political and administrative measures. To understand deeply in this matter I choose the Nagrakata Block Panchayat offices of Dooars region of Jalpaiguri district of West Bengal in this regard.

**Keywords :** Democracy- Decentralization- Development

#### INTRODUCTION :-

In a democratic state the importance of local self government is undeniable. To conduct smoothly the administrative work in a democratic state it is necessary to increase awareness and efficiency into the citizens itself. And it is possible only by the self government institutions. Therefore, in a democracy self government institutions are the only one main institution. Citizens feel more responsible and self reliant to work in a self government institutions.

In the recommendation of Balwant Ray Mehta Committee in the late 50s the Panchayat Raj system was established but could not make its deep roots in the country. After that the Ashok Mehta committee with the cooperation of Janata Government formed the basis of the new Panchayat system with some changes. In this regard Karnataka, Kerala and West Bengal led the new panchayat system with full enthusiasm but only West Bengal success to run the program. Since 1980s after the emerged of Left Front Government in West Bengal the

Panchayat has been attributed for playing significant role in the remarkable economic spin of the state. It was seen that since 1978 only West Bengal has been organized the party basis elections regularly in every five years. Local Self Government get its constitutional status in 1992 by the 73<sup>rd</sup> and 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment act. In the 73<sup>rd</sup> constitutional amendment act, the west Bengal government has formed three tiers for people's participation- Gram Sabha, Gram Sansad and Gram Unnayan Samity.

These three tiers of administration take people in the grass root level development. As my paper concern the Nagrakata Block is under the district of Jalpaiguri, West Bengal. This area is surrounded by the tea garden and forest busy areas and near about 70% of the population belongs to the Adivasi Tribals. Under the Nagrakata Block there are Sulkapara GP, Looksan GP, Champaguri GP, Angrabhasal GP and Angrabhasa2 GP.

#### Gram Sabha :-

A Gram Sabha has been defined as ' a body

\*Assistant Professor In Political Science - Sukanta Mahavidyalaya, Sukanta Nagar, P.o+p.s – Dhupguri, Dist – Jalpaiguri, West Bengal

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

AR1

## হাজার বছরের বাংলা কবিতা : প্রসঙ্গ বুদ্ধচর্চা

অমর চন্দ্র রায়

বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৬২৪-৫৪৪ খ্রি.পূ.)। তিনি কোনও দৈব বাণী শুনে হঠাৎ একটা নতুন মতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হননি। সম্পূর্ণ নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি যা দেখেছেন তারই ওপর ভিত্তি করে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং তা জনসমক্ষে প্রচার করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল মূলত প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও জ্ঞান-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ আজকের দিনে এস্টাব্লিশমেন্ট বলতে যা বোঝায়, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় এককভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সব মানুষ সমান। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে কোনও উঁচু-নীচু ভেদ নেই; বুদ্ধের মুখে এ ধরনের অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে সাধারণ মানুষ অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মানব প্রেমের কথা মানুষ আগেও শুনেছে, কিন্তু সমগ্র প্রাণী জগতের প্রতি এই উদার মনোভাব ইতিপূর্বে এত বলিষ্ঠ কণ্ঠে আর কখনো কেউ বলেননি। বুদ্ধই প্রথম মানুষ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে কোন অদৃশ্য শক্তিকে মেনে না নেওয়ার সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তিনিই প্রথমে দেখালেন-অস্তি নেই, নাস্তি নেই নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে। আত্মাকেও তিনি মানেননি। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রয়ে গেছে চিরস্থায়ী বৌদ্ধ প্রভাব।

বৌদ্ধধর্ম শেষ আশ্রয় পেয়েছে বঙ্গদেশে। এখানে অপেক্ষাকৃত বেশি দিন থেকে পাড়ি দিয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলিতে। তাই বঙ্গভূমির আর এক নাম বুদ্ধভূমি। কেননা এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ বুদ্ধের ভাবধারায় উজ্জীবিত। বৌদ্ধধর্ম আড়াই হাজার বছরের বিবর্তনে এগিয়েছে। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় এক হাজার বছরের। যার পরিচিতি বহন করছে চর্যাপদ। চর্যাপদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ। বাঙালির কাব্যে বুদ্ধচর্চার প্রথম পরিচয় তাঁর আত্মপ্রকাশ কালে।

বুদ্ধের স্মৃতিস্পর্শে চর্যাপদ ধন্য। সেই চর্যাপদ থেকে বুদ্ধচর্চার যাত্রা শুরু বাংলা সাহিত্যে। ধর্মের তত্ত্বকে সহজভাবে গ্রহণ করে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ বাংলা কাব্যধারার প্রথম সৃষ্টিকর্ম সম্পাদন করেন। সহজ সরল ভাষা ও ভঙ্গিতে পদ রচনা করেন। বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীরা সুদূর অতীত থেকে দুঃখ তাড়িত মুর্মূর্ষু মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। চর্যাপদের কবিরা বলেন, দেহের মধ্যে 'বুদ্ধ' বাস করেন আর এখানে তাকে সন্ধান করতে হবে, জপ-তপে, ধ্যান-ধারণায় নয়-

পণ্ডিত সঅল সখ বরখানই।

দেহই বুদ্ধ বসন্ত ন জানই।।

(বৌদ্ধ গান ও দোহা, ১৩২৩, পৃ.১০৭)

৪৩

।।। এবং মহুয়া-ডিসেম্বর, ২০১৯

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

AR2

## বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকের ইন্দ্রজিৎ : তীর্থপথের চিরপথিক অমর চন্দ্র রায়

নাট্যকর্মী বাদল সরকারের বহু আলোচিত এবং বহুচর্চিত একটি নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বছরপা পত্রিকায় (২২সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৫) নাটকটি প্রথমে প্রকাশিত হয়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৬৮তে। প্রথম অভিনয় করে শৌভনিক ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫, মুন্সীগঞ্জ। নাটকটির মুখবন্ধে বাদল সরকার জানিয়েছেন—

“নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৩, কিন্তু আসলে কবিতায় আর ডায়েরীতে এটি রচিত হয়ে গিয়েছিলো লন্ডনে ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সালে। বস্তুত একটা ছাড়া সবকটি কবিতাই ঐ সময় লেখা। তখনকার ডায়েরীতে কিছু অংশ ছবছ তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। ... এই নাটকটির জন্য নিন্দা আর প্রশংসা দুইই জুটেছে আমার কপালে। অনেক অপব্যাক্যাকেও দেখেছি। আর কিছু না হোক, এটাকে সেইসব কারণেই বিতর্কিত বলা যেতে পারে।”

খ্যাতি বলতে এই নাটক পশ্চিমবঙ্গে শুধু নয় হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, কানাড়া, তামিল এবং আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত ও অভিনীত হয়ে এখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। এই নাটক ইংরেজি ভাষায় অভিনীত হয়েছে মাদ্রাজে, অনুবাদ ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার শ্যামলী গিরিশ কারনাড। মূলত এই নাটকের জন্যই রাতারাতি নাট্যকার বাদল সরকার 'ভারতবর্ষের নাট্যসাহাজ্যের অধীশ্বর' হয়ে গেলেন, পেলেন ভারতের সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার।

'এবং ইন্দ্রজিৎ' বাংলা নাটকের পালাবদলের ক্ষেত্রে এক নবতর সংযোজন। বিষয় উপস্থাপন, নাট্য নির্মাণ সবক্ষেত্রেই সনাতন ঐতিহ্যকে এখানে নস্যাত করে এক নতুন আঙ্গিকে নাটকটি নির্মাণ করা হয়েছে। এই নাটকে তথাকথিত কোন প্লট নেই। তথাকথিত কাহিনি নির্মাণেও নাট্যকার গুরুত্ব দেয়নি। এই নাটকের চরিত্রগুলিও চিরপ্রচলিত নাট্য চরিত্রের মতো নয়। নাটকে কোন চরিত্রই একটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে আটকে থাকেনি। এরা কখনও ছাত্র, কখনও শিক্ষক, কখনও মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী। নাট্যকার প্রথম অঙ্কই লেখক চরিত্রের মাধ্যমে নাটকের সব চরিত্রেরই কিছু কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— “১৯৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবে কলকাতার লোকসংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। এর শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ গ্র্যাজুয়েট বা আরো উচ্চশিক্ষিত। বিভিন্ন নামে এঁদের। এঁরা মধ্যবিত্ত, যদিও এঁদের মধ্যে বিশ্বের তারতম্য মথেনি। এঁরা শিক্ষিত, যদি ডিগ্রীকে

এবং মন্ত্রণা - ফেব্রুয়ারী, ২০২০।।। ৬০

@m

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

AR3

## বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ

অমর চন্দ্র রায়

বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র দু'জনের বয়সের ব্যবধান প্রায় আঠারো বছর। বিদ্যাসাগরের জন্ম ২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে আর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ২৬শে জুন ১৮৩৮ সাল। বয়সে অনেক বড় বিদ্যাসাগরের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন কিংবা বহুবিবাহ বন্ধের মত নানা সংস্কারমুখী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। মূলত এখান থেকেই তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বিরোধ শুরু। তারপর একের পর এক বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা মতনৈক্য তৈরি হয়। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধের কারণ কি, কেন বা তিনি বিদ্যাসাগরের সংস্কারমুখী আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে কীভাবে নিয়েছেন এইসব যাবতীয় বিষয় তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক— এই দুটি বই-ই প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খ্রিসাব্দে। বইয়ের পাতায় পাতায় বিদ্যাসাগর উল্লেখ করলেন বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রের নিদান। শুধু বই লিখি নয় তিনি বিধবাবিবাহের আইনি বৈধতার জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলে আবেদনও করেন। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত লর্ড ক্যানিং এর উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের ২৫ জুলাই পাশ হয় বিধবা পুনঃবিবাহ আই। বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগকে বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের প্রবল সমালোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেপান্ন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক, উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার, বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদক। ওই পত্রিকাতেই ১২৭৯ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাস। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের বিষয় নর-নারীর সম্পর্ক ভিত্তিক হলেও এর প্রধান আধার বিধবা বিবাহ এবং বহুবিবাহ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের ব্যবস্থাকে কে অস্বীকার করেছেন এবং সেই সূত্রে বিদ্যাসাগরকে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করেছেন। সূর্যমুখীর পত্র শীর্ষক বিষবৃক্ষের একাদশ পরিচ্ছেদে সূর্যমুখী কমলমণিকে লিখেছে, “আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার একখানা বিধবা বিবাহের বই বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?”

এবং মতুয়া --বিদ্যা সাগর স্মরণে, মার্চ, ২০২০ ।।। ১৯৬

@m

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

AR4

## রবীন্দ্রনাথ এবং বাদল সরকার : একটি অন্বেষণ অমর চন্দ্র রায়

“ভাবুকের চিন্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চ স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না। ...বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য; ... দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দু সন্তানের মতো কাজ হয়।”

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় চিন্তার কয়েক দশক পর বাদল সরকার তাঁর ‘বন্দিমুক্তি প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধে লিখেছেন—

“আমাদের থিয়েটার দৈত্যের হাতে বন্দি। ... থিয়েটারকে মুক্ত করা শুধু যে সম্ভব তাই নয়, মুক্ত করতেই হবে।”

এখানেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য চিন্তার সঙ্গে বাদল সরকারের নাট্যচিন্তার এক গভীর সংযোগ লক্ষ করা যায়। দু’জন ভিন্ন সময়ের নাট্যকারের এই সমজাতীয় নাট্যচিন্তার অন্বেষণেই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

বাংলা থিয়েটারের প্রথম যুগে দেশীয় নানা প্রকৃতি আর নানা অনুষ্ঙ্গ মিশে থাকা সত্ত্বেও তাতে সর্বজনের অধিকার ছিল না। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থিয়েটার এর ব্যতিক্রম নয়। জাঁকজমক, রীতি, প্রকরণ, কৃৎকৌশলগতভাবে তা ছিল পাবলিক থিয়েটার থেকে আলাদা। এবং আমন্ত্রণের আভিজাত্য, প্রবেশপত্রের মূল্য বিচারে তার দর্শকও ছিল উচ্চবর্গের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্য জীবনের প্রথম পর্বে বিলেত থেকে আমদানিকৃত এই জাতীয় থিয়েটারকে স্বীকার করে নিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সরে এসে অভিনয় ক্ষেত্রে অন্য পথ পেছে নিয়েছেন। বস্তুতঃ তাঁর নাট্য জীবনের শান্তিনিকেতন পর্ব (১৯০১ - ১৯১৫) এর ‘শারদোৎসব’ (১৯০৮ খ্রি:) থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রসেনিয়াম থেকে সরে এসে এদেশের চিরপ্রচলিত লোকনাট্য যাত্রার আঙ্গিকে নাটককে নিয়ে এলেন খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে।

রবীন্দ্রনাথের মত বাদল সরকারও একজন শহুরে মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর প্রথম জীবনে নগর নাট্য তথা বিলেতি প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে মেনে নিয়েছেন। তিনি

১৯৫ ।।। এবং মহুয়া -এপ্রিল, ২০২০

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

AR5

## বাদল সরকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব : প্রসঙ্গ 'ভুল রাস্তা' অমর চন্দ্র রায়

লোকনাট্যের সঙ্গে বাদল সরকারের কোনদিনই কোন আঙ্গিক যোগ ছিল না। একজন নগরের লোক হিসেবে তিনি নগরনাট্য তথা প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেই বেছে নিয়েছেন। থিয়েটার বলতে তিনি সেজের বাইরে কিছু জানতেন না। একটি সাক্ষাৎকারে তাই বাদল সরকার বলেছেন—

“আমি নগরনাট্যটা মেনে নিয়েছি, যাকে পরে দ্বিতীয় থিয়েটার বলেছি। কারণ আমি নগরের লোক যেখানে থিয়েটার বলতে সেজই বোঝায়...”

লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে বাদল সরকারের সেই অর্থে কোন ধারণাও ছিল। তার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন—

“লোকনাট্যের সঙ্গে আমার পরিচয় ভীষণভাবে কম। সুযোগ পেলেই দেখি, আজও দেখি, সেটা অন্য কারণে। কিন্তু পরিচয়টা ভীষণ কম।”

লোকনাট্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা আর পাঁচজন শহুরে মানুষের থেকে আলাদা নয়। তিনি মনে করেছেন এগুলি রাজরাজার কাহিনি, বড় বেশি মধ্যযুগীয়। লোকনাট্য সম্পর্কে এই স্বল্প ধারণার কারণেই তিনি লিখেছেন—

“...প্রথম থিয়েটার- লোকনাট্য, গ্রামাঞ্চলের থিয়েটার। আশ্চর্য এক আকর্ষণী ক্ষমতা গ্রামবাসীর কাছে। অথচ দু-একটি তিল পরিমাণ ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আজকের দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনের কোনও যোগাযোগ তো নেই-ই, উপরন্তু সেই সব দেবদেবী-রাজা-রাজড়ার কাহিনি মানুষকে বলে— যা হয় তাই হয়, যা হয় তাই হবে।”

কিন্তু আমরা লক্ষ করি যে বাদল সরকার লোকনাট্য সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করেছেন, তিনিই আবার তাঁর তৃতীয় থিয়েটারে সেই লোকনাট্যের আঙ্গিককেই ব্যবহার করেছেন। আসলে লোকনাট্যের বিষয় সম্পর্কে তিনি যা'ই ধারণা থাকুক না কেন এর আঙ্গিক সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। কিন্তু সেই আঙ্গিক যে থিয়েটারে ব্যবহার করা সম্ভব এটা তাঁর ধারণায় ছিল না। এই চিন্তা প্রথম আসে বিদেশে 'থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড' পদ্ধতিতে নাটক দেখে। এই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড আমাদের দেশের লোকনাট্য, যাত্রার মতো মাঝখানে চতুরে হয়, চারিদিকে দর্শক বসে। তিনি উপলব্ধি করলেন এই মাধ্যমেই দর্শককে বেশি করে নাড়া দেওয়া যায়। প্যারিসে সেই থিয়েটার ইন দ্য রাউন্ড দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে মানুষকে ১৬.১২.১৯৬৪

১৫৫ ।।। এবং মছয়া-মে, ২০২০

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



From The Principal :

Re. :

dt. :

DC8

গোপন  
**WOMEN CONDITION IN VEDA, RAMAYANA,  
MAHABHARATA, MANUSAMHITA AND VICTORIAN  
ENGLISH NOVELS**

CONTRIBUTORS: **DHIMAN CHAKRABORTY  
AND MALAY GOSWAMI, PART-TIME TEACHER,  
SUKANTA MAHAVIDYALAYA, DHUPGURI, JALPAIGURI.  
EMAIL- [contactgundu03@gmail.com](mailto:contactgundu03@gmail.com)  
MOBILE- 9475915023**

**ABSTRACT:** In the ancient Indian society both men and women had same relevance and importance. At that time we have some information of wise women like *Biswaha*, *Romasha*, *Lopamudra* etc. At the era of Ramayana women were free and educated. At that time they accompanied males as their co-worker. Women are used to the Vedic mantras at that time. In *Mahabharata*, Kshatriya women are described as far-sighted, pedantic in *Shastras* and witty. But in the era of *Dharmasastra* we can have the conditions of women gradually degrading. Manu in his book *Manusamhita* cannot give any respect and freedom to women. Manu opines that it is only serve to their husband is the prime duty of a woman. He even says that women are only for giving birth children.

During the Victorian era, women were considered less than a man. They did not have the right to vote or property. They are completely engaged with family, gender identity, sexuality, subject formation, socioeconomic class, work, civilization and empire. The Woman Question and the New Woman fiction are the radical points to discuss about. I had taken some fictions of Dickens, Hardy, Bronte sisters, George Eliot and others to illustrate the difficult situations of the women at that time.

**KEYWORDS:** *Veda, Ramayana, Mahabharata, Manusamhita, Gender Identity, the Woman Question, New Woman Fiction.*

In the Vedic Era woman had the equal status to that of the man. At that time the quality of the woman education is too good. The three status of woman - *Brahmin*, *Kshatriya*, and *Baishya* - all have the status to read *Vedas*. They even take the profession of a teacher. In the Vedic literature we have Various woman 'sages'.

244

Scanned with CamScanner

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri



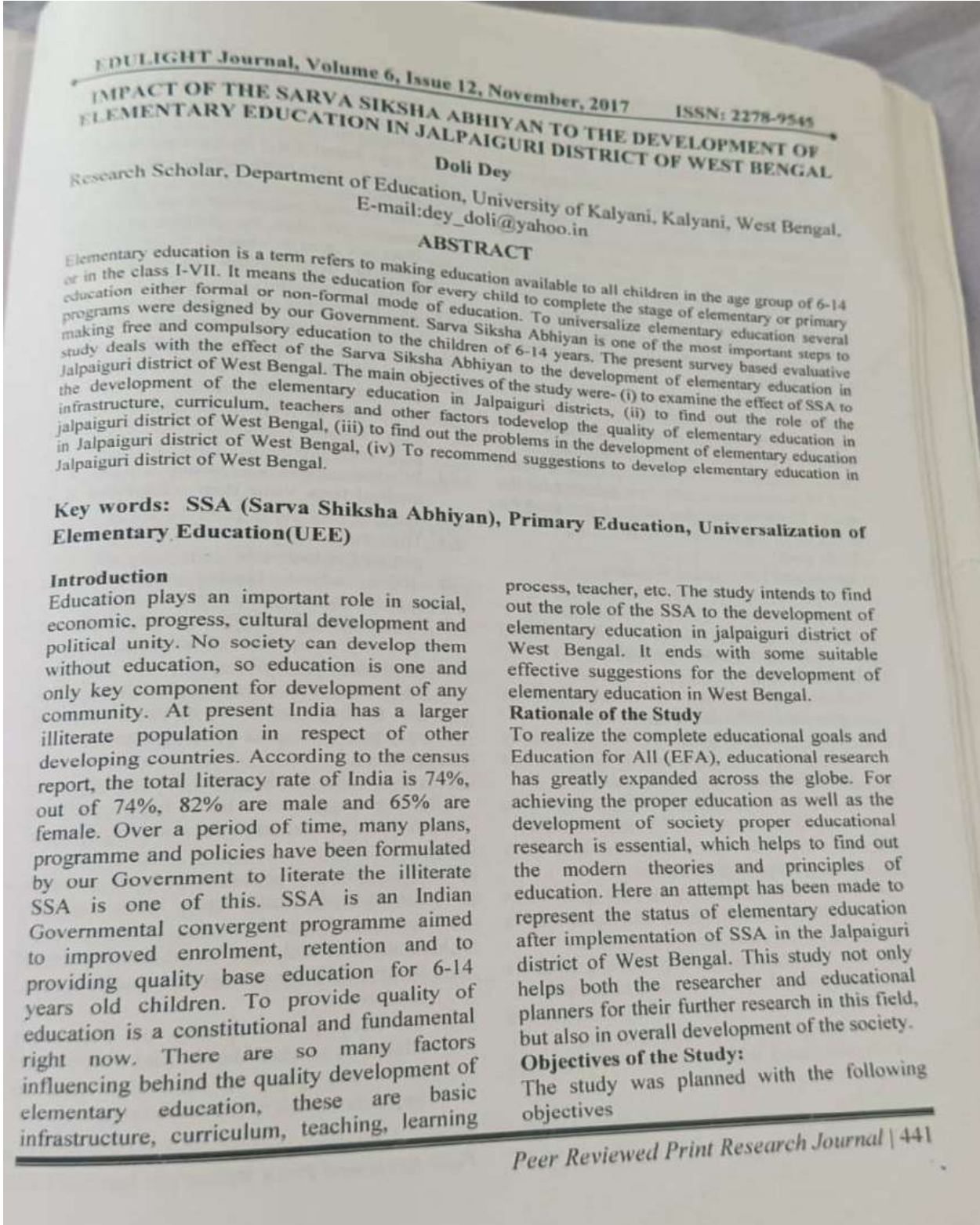


From The Principal :

Re. :

dt. :

DD1



*@m*

Dr. N. S. Das  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Principal  
Sukanta Mahavidyalaya  
Dhupguri, Jalpaiguri